দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

207

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি

ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়ার মানসে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। ১৯৮৬ সালের পূর্বে মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার একটি সুন্দর নিয়ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৯৮৬ সালে হঠাৎ করে এক নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় যা মোটেও প্রত্যাশিত বা উপযোগী নয়। কেননা কেবল একটি ভর্তি পরীক্ষার উপর নির্ভর করে কোনক্রমেই একজন ছাত্র-ছাত্রীর প্রকৃত মেধা যাচাই করা যায় না। ইতিপূর্বে কলেজ ভিত্তিক মৌখিক পরীক্ষা ও পূর্ববর্তী দুটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের উপর গড়পড়তা নম্বর ধরে লিখিত পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হতো। এবং এভাবে মেধা তালিকা প্রণীত হতো। এ ব্যবস্থা এখনও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু আছে। এ ব্যবস্থায় সবচি সুবিচার পেতো। কিন্তু হঠাৎ করে ১৯৮৬ সালে এ ব্যবস্থা পরিবর্তন করে শুধু লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি করা হচ্ছে।

তাছাড়া, শোনা যাচ্ছে, এ বছরে জেলা ভিত্তিক কোটাও বাতিল হয়েছে। এধরনের ব্যবস্থা একেবারেই অযৌক্তিক। যেখানে জেলা ভিত্তিক চাকরির ব্যবস্থা সরকার বহাল রেখেছেন—সে ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতির পরিপন্থী। তাই এই নতুন ব্যবস্থা বাতিল করা হোক। এই সঙ্গে ভর্তির নতুন ব্যবস্থা বাতিল করে পূর্বের পরীক্ষিত সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

শামসুল আলম
গুপ্তপাড়া রংপুর।

জনমত